পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

২রা বৈশাখ, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল ১৯৮১ ইং : ৯ই জামাঃ সানী , ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই এপ্রিল ১৯৮১ ইং | ৩৪শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (২য় পারা : ৩০ ও ৩১শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'মোহাম্মদীর উম্মত ও উম্মতী নবী' :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'ঈমানের প্রধান অঙ্গ— রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুময়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহম্‌দ সাদেক মাহ্‌মুদ	
* বিশেষ বাণী	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা—(৬৫)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	
* সংবাদ ঃ	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* একটি অভ্যর্থনা-সভা ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ :		
* ঘূর্ণিঝড়ে তাণ্ডবলীলা অভূতপূর্ব ত্রাণ কার্য :		
* কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা অনুষ্ঠিত :		

'ইজতেমা'

ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১ম বার্ষিক ইজতেমা আগামী ২৬-৪-৮১ রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত ইজতেমা সর্বদিক হইতে কামিয়াবী ও বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকল বন্ধুগণের নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

নিবেদক : এনামুল হক ভুঞা
চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি

ভুল সংশোধন

'আহ্‌মদী'-এর ২২শ সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে মুদ্রণ জনিত ভুল বশতঃ 'নবীগণকে' ছাপা হইয়াছে। উহার পরিবর্তে 'নারীগণকে' হইবে। (সম্পাদক)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

২রা বৈশাখ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল ১৯৮১ ইং : ১৫ই শাহাদত, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭

২৯শ রুকু

২৩৩। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন যদি তাহারা ন্যায় সঙ্গতভাবে পরস্পর সম্মত হয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীগণের সহিত নিকাহ করিতে বাধা দিও না। ইহা (সেই বিষয়), যাহার তোমাদের ঐ সকল লোককে যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে উপদেশ দেওয়া হইতেছে (এবং জানিয়া লও যে) এই কথা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র, এবং আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না!

২৩৪। এবং মাতাগণ তাহাদের সন্তানগণকে পূর্ণ দুই বৎসর কাল স্তন্য-পান করাইবে ; (এই আদেশ) তাহাদের জন্য যাহারা স্তন্য-পান করানোর (কাজ-উহার নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত) পূর্ণ করিতে চাহে ; এবং যাহার সন্তান, তাহার উপর ন্যায় সঙ্গত-ভাবে (স্তন্যদায়িনীগণের) খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব কাহারও উপর তাহার অতিরিক্ত ভার ন্যাস্ত করা যায় না ; কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের দ্বারা কষ্ট দেওয়া না হয় এবং কোন পিতাকে (তাহার সন্তানের দ্বারা যেন কষ্ট দেওয়া না হয়) এবং ওয়ারিশগণের উপরও এইরূপই (করা বাধ্যকর) ; এবং যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে স্তন্য দান বন্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না এবং যদি তোমরা অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা স্তন্য পান করানো মনস্থ করিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না, যখন তোমরা ন্যায়সঙ্গত ধার্যকৃত পারিশ্রমিক দিয়া দাও। এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

২৩৫। এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে মৃত্যু দেওয়া হয় এবং তাহারা তাহাদের স্ত্রীগণকে পশ্চাতে ছাড়িয়া যায়, তখন কর্তব্য হইবে তাহারা যেন নিজদিগকে চারমাস দশদিন সংযত রাখে। তারপর যখন তাহারা তাহাদের নির্ধারিত সময় পূর্ণ করে তখন তাহারা ন্যায় সঙ্গত ভাবে নিজেদের জন্য যাহা কিছু করিবে তাহার জন্য তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না ; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সেই সম্বন্ধে অবগত আছেন।

২৩৬। এবং তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহ প্রস্তাবের ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ্

জানেন যে তোমরা অচিরেই তাহাদিগকে স্মরণ করিবে, কিন্তু তাহাদের সহিত তোমরা গোপনে কোন চুক্তি করিও না, ইহা ছাড়া যে তোমরা কেবল কোন ন্যায়-সংগত কথা বল, এবং যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল পূর্ণতায় পৌছে। এবং তোমরা নিকাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করিও না; এবং জানিয়া রাখ যে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মনে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন। অতএব তোমরা তাহার সম্বন্ধে হুশিয়ার হও এবং জানিয়া রাখ যে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং সহিষ্ণু।

৩১শ রুকু

২৩৭। তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়ে তালাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শও কর নাই অথবা তাহাদের জন্য দেন-মোহর ধার্য্য কর নাই; এবং ইহাও উচিত যে এইরূপ ক্ষেত্রে তোমরা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগত ভাবে কিছু দান কর, (এই আদেশ) ধনীগণের উপর তাহাদের সাধ্যানুযায়ী (বাধ্যকর) এবং অভাবীদের উপর তাহাদের সাধ্যানুযায়ী; (আমরা ইহা) নেককারগণের জন্য অবশ্য-পালনীয় (করিয়াছি)।

২৩৮। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দাও কিন্তু তাহাদের জন্য দেন-মোহর নির্ধারিত করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা (অর্থাৎ দেন মোহর) তোমরা দান করিয়াছ উহার অর্ধেক (তাহাদিগকে দিতে) হইবে (এরূপ ক্ষেত্রে) ইহা ছাড়া যে তাহারা (অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণ) ক্ষমা করিয়া দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় যাহার হস্তে বিবাহ বন্ধন (-এর ভার) রহিয়াছে, এবং ক্ষমা করা তোমাদের জন্য তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী এবং তোমরা আপোষে (ব্যবহার কালে) হীত সাধন করিতে ভুলিও না; নিশ্চয় তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তাহা আল্লাহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

২৩৯। তোমরা সকল নামাযের বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের হিফাযত কর এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

২৪০। এবং যদি তোমাদের ভয় করে, তাহা হইলে (নামায আদায় কর) পায়ে চলা অথবা সোয়ার অবস্থায়ই। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে ঐ সবকিছু শিখাইয়াছেন যাহা তোমরা (পূর্বে) জানিতে না।

২৪১। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা মারা যায় এবং স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায় তাহারা তাহাদের স্ত্রীগণের প্রতি এক বৎসর কাল পর্যন্ত ফায়দা পৌছাইবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাহা-দিগকে যেন (গৃহ হইতে) বাহির করিয়া না দেয় ইহার অসিয়ত করিয়া যাইবে, কিন্তু যদি তাহারা (স্বেচ্ছায়) চলিয়া যায় তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে উহাতে তোমাদের কোন পাপ হইবে না, এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৪২। এবং তালাক প্রদত্ত স্ত্রীগণকে (তাহাদের) অবস্থা অনুযায়ী উপকরণ দিতে হইবে। এই ব্যবস্থা (আমরা) মুত্তাকীগণের উপর বাধ্যকর করিয়াছি।

২৪৩। এই ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের (ফায়দার) জন্য তাঁহার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

মুহাম্মদীয় উম্মৎ ও উম্মতী নবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৮৯। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহেবজাদা (পুত্র) ইব্রাহীম ওফাত পাওয়ায় তিনি (সাঃ) তাঁহার মাতা মারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জানাযা তৈরী করিবার সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি (রাযিঃ) তাঁহাকে গোসল দিলেন, কাফন পরাইলেন। হুজুর আলাইহেস সালাম তাঁহার সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সহ জানাযা বাহিরে আনিলেন এবং কবরস্থানে দাফন করিলেন। অতঃপর কবরে হাত রাখিয়া ফরমাইলেন: "ইন্নাহু নাবীয়ুব্‌নে-নবী"—নিশ্চিত সে। নবী-পুত্র নবী।" [আল-ফাতাওয়াল্‌-হাদিসিয়াহ, লিবনে হজর আল-হায়সমী ; পৃঃ ১২৪]

৪৯০। রিওয়াইত আছে যে, —আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: আবু বকর (রাঃ) এই উম্মতে সর্বাপেক্ষা আফজল, শ্রেষ্ঠ ইহা ছাড়া যে কোনো নবী হন।"

['জামেয়ুস্‌ সাগীর ; ৫ পৃঃ, কনযুল-হকায়েক ; হাশিয়া জামের সাগীর ; ৭ পৃঃ মিসর সংস্করণ, 'কানযুল উম্মাল, ; ৬:২০৭-৩৮ পৃঃ]

৪৯১। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: একদা হযরত মুসা আলাইহেস সাল্লাম কোথাও যাইতে ছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন: 'মুসা'। হযরত মুসা (আঃ) আওয়াজ শুনিয়া ডান-বাম দেখিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় এই আওয়াজ শুনিলেন: 'হে মুসা বিন্‌ ইমরান'। ইহাতে তিনি পুনরায় এদিকে সেদিকে দেখিলেন। কিছুই দেখা গেল না। ইহাতে মুসা (আঃ) ভয় পাইলেন। স্কন্ধের মাংসে কম্পন আরম্ভ হইল। অর্থাৎ দেহে রোমাঞ্চ বোধ হইতে লাগিল। জানা গেল না কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে। তৃতীয় বার শব্দ হইল: 'হে মুসা, আমি আল্লাহ্‌। আমি ভিন্ন কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই। ইহাতে মুসা (আঃ) বলিলেন "আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত" বলিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুর সেজদারত হইলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইলেন: 'মুসা, আমি চাইতেছি, তুমি আমার আরশের ছায়াতলে আরাম কর, যে দিন আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকিবে না। এজন্য তুমি এতিমের পিতা বৎ হও, বিধবার যত্নবান স্বামীবৎ হও। মুসা তুমি দয়া কর, যেন তোমার প্রতি দয়া করা হয়। হে মুসা, যেমন করিবে তেমন পাইবে। হে মুসা, বনি ইস্রাইলকে বল: 'যে আমার নিকট এ অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে সে আহমদ আলাইহেস সালামকে অস্বীকার করে, আমি তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিব, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু

ইব্রাহীম খলিলই হউক, বা আমার বাণী-প্রাপ্ত মুসা কলিমই হউক। হযরত মুসা (আঃ) নিবেদন করিলেন: 'এই আহমদ কে?' আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইলেন: 'হে মুসা, আমার সম্মান ও গৌরব, ইজ্জৎ ও জালালের কসম! সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কেহ নাই। আমি তাহার নাম আরশে আমার নামের সহিত লিখিয়া রাখিয়াছি। আমার গৌরব ও মর্যাদার কসম! মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার উম্মতের পূর্বে কাহাকেও জান্নাতে দাখিল হওয়ার অনুমতি দিব না।' হযরত মুসা (আঃ) নিবেদন করিলেন: 'এই মহামহিম মহাগৌরবময় নবীর উম্মতে কেমন লোকগণ থাকিবেন?' আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইলেন: 'তাঁহারা হাম্‌দকারী হইবে, তাহারা উর্ধে উঠিতে ও নীচ নামিতে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা গীতি পাঠ করিবে। ধর্মের সেবার্থে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে। তাহাদের পার্শ্ব পবিত্র। দিনের বেলা রোযা রাখিবে। রাত্রে সন্ন্যাসীবৎ অতিবাহিত করিবে। আমি তাহাদের নিকট হইতে সামান্য কমও কবুল করিব। শুধু 'লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' সাক্ষ্য দেওয়ায় তাহাদিগকে জান্নাতে নিব।" হযরত মুসা (আঃ) নিবেদন করিলেন: 'হে স্রষ্টা ও পালন কর্তা, রব্ব! আমাকে এই উম্মতের নবী করিয়া দাও।' আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইলেন: 'এই উম্মতের নবী এই উম্মত হইতে হইবে।' পুনরায় মুসা (আঃ) বলিলেন: আমাকে এই উম্মতের এক ব্যক্তি করিয়া দিন। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইলেন: 'তোমার সময় পূর্বেকার। সেই নবী পরে আসিবেন। এজন্য তুমি এই নবীর উম্মতীও হইতে পার না। অবশ্য পরজগতে 'দারুল-জালাল' (গৌরব-ভবন) ও জান্নাতুল ফিরদাউসে এই নবীর সাহচর্যতা তোমাকে দিব।"

['আল-খাসাইসুল-কুব্‌রা ফিস-সাইয়ুতি পৃঃ ১৪১২; বহাওয়ালা 'হিলিয়া-ই-আবু নয়ীম; আল-মুহদাত ইলা মা'ইউরিহু যিয়াদাতাল ইলমে আলা আহাদিসিল মিশকাত ৩৩৭ পৃঃ

নাওয়াব সৈয়দ নুরুল হাসান খান প্রণীত এবং নশরুৎ তিবে ফিযিকরিন-নবী য়েল হাবিব,; মৌলানা আশরাফ আলী থানবী প্রণীত, ২৬২ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমী
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।' [ইলহাম]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আমার ঈমানের প্রধান অংগ।
"তাঁহার সমতুল্য অন্তঃকরণ ও ক্ষমতা সমগ্র নবী কুলেরও ছিল না।"

"আমার ধর্ম এই যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যদি একদিকে পৃথক রাখা হইত, আর অন্যদিকে পূর্ববর্তী সমগ্র নবীকুল যদি মিলিত ভাবে সেই কার্য ও সংস্কার সাধন করিতে চাহিতেন, যাহা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুঃ) একা সমাধা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা সকলে (মিলিতভাবে) তাহা করিতে পারিতেন না। কেননা তাঁহারা সেই হৃদয় ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না যে হৃদয় ও শক্তি আমাদের নবী (সাঃ) প্রদত্ত হইয়াছিলেন। যদি কেহ বলে যে, এরূপ উক্তি মায়াবাল্লাহ্ নবীগণের বেয়াদবী বা সম্মানহানিকর, তাহা হইলে সেই অজ্ঞ ও নাদান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হইবে। আমি নবীকুলের ভক্তি ও সম্মান করা আমার ঈমানের অংগ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সমগ্র নবীকুলের মধ্যে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আমার ঈমানের সর্বপ্রধান অংগ এবং আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশ্রিত বিষয়। আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক হইতে ইহাকে বিসর্জন দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার। দুর্ভাগা ও অন্ধ বিরুদ্ধবাদী যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারে। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই কাজ সম্পাদন করিয়াছেন যাহা একক ভাবে বা মিলিতভাবে কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইহা আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও মহা কৃপা। যালিকা ফাজলুল্লাহে ইউতিহে মাই-ইয়াশায়ু।" (মলফুজাত ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪)

"যখন আমরা হযরত মসীহ (আঃ) এবং আঁ-হযরত খাতামান্নাবীয়িন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে এ বিষয়েও তুলনা করিয়া দেখি যে, সমসাময়িক সরকার বা শাসকগণ তাহাদের উভয়ের সংগে কি ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের আল্লাহ্ প্রদত্ত সহজাত প্রতাপ বা ঐশী-সাহায্য কতটুকু প্রভাব বিস্তারের পরিচয় বহণ করে, তখন আমাদের ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, পূর্ণ নবুওত প্রসূত পবিত্রতার আধার হযরত খাতামান্নাবীয়িন সাল্লাল্লাহুঃ -এর মোকাবিলায় মসীহ (আঃ) এর মধ্যে ঈশ্বরত্ব দূরে থাকুক, নবুওতের শানও বিশেষ কিছু বিদ্যমান বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। পরম পবিত্র হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে যখন রাজন্যবর্গের নামে তাঁহার প্রেরিত ফরমান (প্রচার-পত্র) জারী করা হইয়াছিল তখন রোমক সম্রাট কৈসর তাহার পত্র পাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া বলিয়াছিলেন যে 'আমি তো খ্রীষ্টানদের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ। হায়! যদি উহা হইতে মুক্তি লাভের অবকাশ আমার ঘটিত, তাহা হইলে আমি তাঁহার সন্নিধ্যে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গোলামদের ন্যায় সেই পরম পবিত্রের চরণ ধৌত করিতে পারিলে আমার জন্য পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতাম।" পক্ষান্তরে এক পাপিষ্ঠ ও পঙ্কিল হৃদয় সম্পন্ন ইরান সম্রাট কিসরা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে (সাঃ) গ্রেফতার করিয়া আনার জন্য সিপাহী

পাঠায়। তাহারা সন্ধ্যালগ্নে পৌঁছিয়া বলিল, 'আমাদিগকে গ্রেফতারীর আদেশ দিয়া পাঠান হইয়াছে।' তিনি ঐ বেহুদা কথাটাকে উপেক্ষা করিয়া ইরশাদ করিলেন, 'তোমরা ইসলাম কবুল কর।' তিনি তখন মাত্র কয়েকজন সাহাবা সহ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতাপের ফলে তাহারা বেত্রের ন্যায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পরিশেষে তাহারা বলিল, 'আমাদের খোদাওন্দের আদেশ অর্থাৎ গেরেপ্তারীর বিষয়ে হযরতের ইরশাদ কি? যাহাতে আমরা আপনার শুধু উত্তর লইয়া যাইতে পারি।' "হযরত নবীউল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'উত্তর তোমরা আগামী কল্য পাইবে।' প্রত্যুষে তাহারা হাজির হইলে আঁ-হযরত (সাঃ) ইরশাদ করিলেন, 'যাহাকে তোমরা খোদাওন্দ, খোদাওন্দ বল, সে খোদাওন্দ নয়; খোদাওন্দ হইলেন কেবল তিনিই, যাঁহার কখনও মৃত্যু ঘটে না, যিনি অবিনশ্বর। কিন্তু তোমাদের 'খোদাওন্দ'কে আজ রাত্রিতে হত্যা করা হইয়াছে। আমার সত্য খোদাওন্দ উহারই পুত্র শীরওয়েকে উহার উপর প্রবল করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সে আজ তাহার হস্তে নিহত হইয়াছে। ইহাই উত্তর।' ইহা এক মহান মো'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা ছিল! উহা দেখিয়া সেই দেশের সহস্র সহস্র লোক ঈমান আনিয়াছিল। কেননা সেই রাত্রিতেই কিসরা খোসরু পারভেজ বস্তুতপক্ষে নিহত হইয়াছিল। এবং স্মরণ রাখা উচিত যে, উক্ত ঘটনার বর্ণনা ইঞ্জিলের হাত-পা কাটা, ভিত্তিহীন ও অলিক কথা বা কাহিনী গুলির ন্যায় নহে। বরং প্রামাণ্য হাদীস ও ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের স্বীকৃত সত্যের আলোকে সপ্রমাণিত। সুতরাং ডিউনপোর্ট সাহেবও তাঁহার প্রণীত পুস্তকে এই ঘটনাটি লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার মোকাবেলায় হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর যে সম্মান ও মর্যাদা সমসাময়িক বাদশাহ ও সরকারের সামনে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আপনাদের নিকট কোন গোপন বিষয় নয়। ইঞ্জিলের মধ্যে সেই সকল পাতা হয়ত এখনও বিদ্যমান আছে যেগুলিতে লিখা আছে যে, হেরোড হযরত মসীহ (আঃ)-কে অপরাধীদের ন্যায় পিলাইটের দিকে চালান দিয়াছিল এবং তিনি এক দীর্ঘ সময় সরকারী কারাগারে আবদ্ধ থাকেন; 'তথাকথিত ঈশ্বরত্ব' কোন কাজে আসে নাই। এবং কোন রাজা-বাদশাহ ইহা বলেন নাই যে, আমার গৌরবের কারণ হইবে যদি আমি তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার চরণ ধোত করিতে পারিতাম। বরং পিলাইট তাঁহাকে ইহুদীদের নিকট সমর্পন করিয়া দেন। ইহাই কি খোদায়ী বা ঈশ্বরত্ব?। উভয়ের মধ্যে এক কল্পনাতীত বৈষম্য! হযরত মসীহ (আঃ) এবং হযরত নবী আকরাম (সাঃ) উভয় অভিন্ন প্রকারের ঘটনা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হন কিন্তু উভয়ই পরিণামে একে অন্যের বিপরীত ও স্বতন্ত্র সাব্যস্ত হন। একজন ছিলেন এইরূপ, যাহাকে গ্রেফতার করার জন্য এক দাম্ভিক স্বৈরাচারী সম্রাট শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয় এবং পরিশেষে নিজেই ঐশীকোপে পতিত হইয়া নিজের পুত্রের হাতে চরম লাঞ্ছনার সহিত নিহত হয়; পক্ষান্তরে আর একজন হইলেন এরূপ, যাহাকে তাঁহার প্রকৃত দাবী ও মর্যাদার কথা উপেক্ষা করিয়া সীমাতিক্রমকারী অভিভক্তরা আকাশে তুলিয়া রাখিয়াছে—সেই ব্যক্তি সত্য সত্যই গ্রেফতার হন, তাঁহাকে চালান দেওয়া হয় এবং করুণ ভাবে জালেম সিপাহীদের হাতে বন্দী অবস্থায় এক শহর হইতে আর এক শহরে স্থানান্তরিত হন।' (নুরুল কুরআন ২য় খণ্ড পৃঃ ৯-১১

অনুবাদ :— (মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ তারিখে মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

ইসলাম জগতে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থাবলী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে নবী আকরাম (সাঃ) কে এক মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্তরূপে আবির্ভূত করা হইয়াছে।

ইসলামী শিক্ষা শুধু একটি দর্শন স্বরূপই নহে বরং ইহা মানবজাতির জীবনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত করে। ইহার প্রতিটি নির্দেশ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করে।

জামাতের প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য, সে যেন ইসলামের যাবতীয় আহকাম পালন করে এবং স্বীয় জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা হইতে প্রত্যেক প্রকারের তিক্ততার অবসান ঘটাইতে চেষ্টিত হয়।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

ইসলামের অর্থ শান্তি ও সালামতি, এবং ইসলাম এ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে যেন মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং নিরাপত্তা ও সালামতির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। উক্ত উদ্দেশ্যে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্তের মর্যাদাবান করিয়া দুনিয়াতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এবং এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ অবস্থা ও সালামতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়; এইরূপে এ উম্মতকে মানবজাতির জন্য নমুনা ও আদর্শ হিসাবে নিরূপিত হইয়াছে।

ইসলাম বলে যে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও প্রীতির সহিত জীবন যাপন কর। ইসলাম সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ মিটাইবার আদেশও দিয়াছে এবং এইরূপ আদেশাবলীই দিয়াছে যেগুলির ফলশ্রুতিতে বিবাদ সৃষ্টিও হইতে পারে না এবং কায়েমও থাকিতে পারে না।

আমাদের পরস্পরের মধ্যে বহুবিধ পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নী এবং ভগ্নিতে ভগ্নিতে ও ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্পর্ক সমূহ রহিয়াছে। একই দেশে বসবাসকারী নাগরিকগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমূহ রহিয়াছে। মানব জীবনের প্রতিটি স্তর বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে হুকুম এই যে, ঝগড়া-বিবাদ করিবে না। বিবাদ-বিসম্বাদের পরিস্থিতি বা পরিবেশ সৃষ্টি করিবে না। সকল বিষয়ের প্রেম ও প্রীতি সহকারে নিষ্পত্তি ও মীমাংসা কর। কিন্তু শুধু দর্শন ও ওয়াজ-উপদেশেরই নাম ইসলাম নয়, বরং ইসলাম আমাদের জীবনে কার্যতঃ এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত করিয়া মুসলমানের জীবনে

শান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ইসলাম প্রতিটি আদেশ যে দিয়াছে তাহা শান্তি সৃষ্টিকারী, উহা নিরাপত্তা বিধানকারী, বিবাদ-বিসম্বাদ নিরসনকারী, ফাসাদ ও অশান্তির অবসানকারী।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ ও সুবিস্তৃত এবং সুপ্রসারিত। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ ঝগড়া-বিবাদকে দূর করে এবং প্রেম ও প্রীতি কায়েম করে। আমরা যত বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাই এবং উহার গভীরে চিন্তা করি, ততই এই সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও উত্তম এবং উজ্জল শিক্ষা সুস্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত হইয়া আমাদের সম্মুখে আসে।

আজ আমি সংক্ষেপে খোৎবা দেওয়ার মনস্থ করিয়াছিলাম। সুতরাং এই বুনিয়াদী কথাটা আপনাদিগকে যাহারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র জামাতকে বলিতে চাই যে, ইসলাম সকল ঝগড়া-বিবাদের কার্যকরীরূপে অবসান ঘটাইয়াছে, এবং বিবাদ অবসানকারী সকল আদেশ দান করিয়াছে, তারপর নির্দেশ দিয়াছে যে ঐগুলির উপর আমল কর, তাহা হইলে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য, সে যেন ইসলামের সকল হুকুম পালন করে এবং সকল প্রকারের তিক্ততাকে তাহার জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিকতা হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টিত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তওফিক ও সামর্থ্য দান করেন তাহা হইলে ইনশাল্লাহ্‌ ইহার বিস্তৃত বিবরণের যে বহুদিক রহিয়াছে তাহা আমি জামাতের সামনে পরে উপস্থাপন করিব। এখনের মত এ পর্যায়েই শেষ করিলাম যে, আপনারা বিবাদ-বিসম্বাদের অবসান ঘটাইয়া দিন। আগামীতে আমি তওফিক অনুযায়ী বর্ণনা করিব, এই যে বিবিধ প্রকারের সম্পর্ক সমূহ রহিয়াছে সেগুলিকে ইসলাম যে কি সুন্দর ও মনোরম বাঁধনে বাঁধিয়াছে উহা দৃষ্টে মানুষের বুদ্ধি হতবাক হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে তওফিক দান করুন যেন আমরা জগতের জন্য এই সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও শান্তি ভরা শিক্ষার নমুনা দান করুন যেন আমরা জগতের জন্য এই সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও শান্তি ভরা শিক্ষার নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারি এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য বিদূরীত করি, তাঁহারই তওফিক সাহায্যে (আমীন)।

(সাপ্তাহিক 'বদর'—৯ই আগষ্ট ১৯৭৯ইং)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী

'আল্লাহ্‌র রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর
এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"—আল-কোরআন

"আল-মুসলিমু মান সালেমাল মুসলেমুনা মিন ইয়াদেহী ওলিসানিহি।"

—"সেই (প্রকৃত) মুসলমান, যাহার হাত ও জবান (জনিত ক্ষতি বা কষ্ট) হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।"—আল-হাদীস

নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার ৩১তম সালানা জলসা উপলক্ষে বিশেষ বাণী

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

রাজধানী ল্যাগোসে ৬, ৭, ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার ৩১তম বার্ষিক জলসা উপলক্ষে জামাত আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ) এক বিশেষ বাণী প্রেরন করেন। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

বিসমিল্লাহ ও দরূদের পর হুজুর বলেন :

প্রিয় আহমদী ভ্রাতাগণ! আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

ইহা জানিয়া আমি খুশী হইয়াছি যে, আপনাদের ৩১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এবং এই কনফারেন্স আপনাদের নতুন নির্মিয়মান মিশন-হাউসের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আল্লাহ্তায়ালা এই কনফারেন্সকে সর্বাঙ্গীণ রূপে সফলামণ্ডিত করুন। ইহার আশিস ও বরকাতের দ্বারা আপনাদিগকে অভিষিক্ত করুন। তেমনি নতুন মিশন-হাউস শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনাদের জন্য মুবারক হউক এবং নাইজেরিয়াতে ইসলামের উন্নতি ও প্রসারের লক্ষ্যে পথ-নির্দেশক-স্তম্ভ স্বরূপ সাব্যস্ত হউক। আমীন।

আপনাদের এই কনফারেন্সটিও চলতি বৎসরে জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসার ন্যায় হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম কনফারেন্স। আমার রুহানী চক্ষু প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এই শতাব্দী ইনশাআল্লাহ্তায়ালা ইসলামের গালাবা ও প্রধান্য বিস্তারের শতাব্দী হইবে। এই শতাব্দীতেই ইসলাম উহার জ্যোতি, সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং কল্যাণ শক্তি দ্বারা সমগ্র জগতব্যাপী মানবহৃদয়কে খোদা ও তাঁহার রসুল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষে তাঁহারই ফজল ও কবমে জয় করিবে এবং এমনি ধারায় মহান সেলসেলা আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) -এর নিম্নরূপ তেজদীপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিবে :

"পরিশেষে তৌহীদ বিজয় লাভ করিবে ·····। এক নতুন আকাশ এবং নুতন জগৎ দেখা দিবে। সে দিন নিকটে, যখন সত্যের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইবে এবং ইউরোপ সত্য খোদার পরিচয় লাভ করিবে। তাহার পর অনুতাপের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, যাহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহারা আগ্রহের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে। কেবল তাহারাই বাহিরে থাকিয়া যাইবে, যাহাদের হৃদয় প্রকৃতির দ্বারা মোহরকৃত হইবে; যাহারা আলো ভালবাসে না, পরন্তু অন্ধকার ভালবাসে। ইসলাম ব্যতিরেকে সকল ধর্ম লুপ্ত হইবে

এবং সকল অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইবে, পরন্তু ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র যাহা না ভাঙ্গিবে না ভোতা হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের সকল শক্তিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়।"

(তবলীগে রেসালত ৬ষ্ঠ খণ্ড)

ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের এই প্রতিশ্রুত সময় তো অবশ্যই উপস্থিত হইবে কিন্তু ইহার জন্য আমাদের সকলকে ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কুরবাণী পেশ করিতে হইবে। সেজন্য আসুন, আমরা আজ এই অঙ্গীকায় গ্রহণ করি যে, হিজরী পনের শতাব্দীতে ইসলামের পক্ষে যে বিপ্লব সংঘটিত হইতে চলিয়াছে উহার পরি প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের নিকট যে কোন কুরবাণীই চাহিবেন উহা আমরা তাঁহার পথে পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে পেশ করিব। খোদাতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন। আমীন।

(স্বাক্ষর) মীর্যা নাসের আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ সালেস

('আলফজল; ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ইং

অনুবাদ—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

১। ৩রা এপ্রিল '৮১ইং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের আহমদীপাড়া নিবাসী মোঃ মতিউর রহমান সাহেবের ২য় পুত্র জনাব শফিক আহমদের শুভ-বিবাহ জামাতের আহমদীপাড়া নিবাসী মোঃ আবদুল বারী সাহেবের ৩য় কন্যা মোসাম্মৎ মরিয়ম সুলতানার (নীনা) সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে মোবারকে ১৫,০০০/ (পনর হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

২। মোড়াইল (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী জনাব জনাব শেখ আবদুল আলী (অবসর প্রাপ্ত) পোষ্টমাষ্টারের জেষ্ঠপুত্র শেখ বশীর আহমদের বিবাহ মগবাজার ঢাকা নিবাসী জনাব মতিয়র এম, এ, (অবসরপ্রাপ্ত) কাষ্টমস্ সুপারিনটেন্ট সাহেবের তৃতীয় কন্যা মুসাম্মৎ নূরজাহান বেগমের সহিত ২৫০০০, পঁচিশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে ২০।৩।৮১ তারিখে ঢাকা দারুৎ তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়।

৩। শাহ্‌বাজপুর (কুমিল্লা) নিবাসী জনাব আসগর আলী সাহেবের পুত্র জনাব মির্যা আলীর বিবাহ ধানীখোলা (ময়মনসিংহ) নিবাসী জনাব আফজালুল হক সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ মাহমুদা বেগমের সহিত তিন হাজার পাঁচশত টাকা দেন মোহর ধার্যে বিগত ২৭শে মার্চ ১৯৮১ তারিখে ঢাকা দারুততবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়।

৪। শ্যামপুর নিবাসী জনাব এমদাদ হোসেন সাহেবের পুত্র জনাব আখতারুল ইসলামের বিবাহ তেজগাঁও নিবাসী মরহুম উবায়দুর রহমান সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ নিশাত সুলতানার সহিত বিশ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে ২৭শে মার্চ ১৯৮১ তারিখে ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ সমূহ সর্বাঙ্গীণ রূপে বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬৫)

তৃতীয় অধ্যায়

একটি উদাত্ত আহ্বান

আমরা এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছি। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী তথা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে আমরা অকাট্য অখণ্ডনীয় এবং শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি। পাঠককে এখন আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, এই সকল যুক্তি প্রমাণের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে একটি একটি করে নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখার জন্য। যদি সত্যানুসন্ধানে তিনি তৎপর হয়ে থাকেন তাহলে তিনি এই সত্যে নিশ্চয় উপনীত হবেন যে প্রতিশ্রুত মসীহ ইমাম মাহদী (আঃ) এসে গিয়েছেন এবং কাদিয়ানের হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-ই সেই প্রতিশ্রুত এবং প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি। হযরত মীর্যা সাহেবই প্রতিশ্রুত মসীহ এবং মাহদী। এখন অন্য কারো আগমনের জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক।

আমাদের সামনে রয়েছে নির্ধারিত সময়ের সাক্ষ্য। বর্তমান যুগের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা আল্লাহ্‌র একজন প্রেরিত ব্যক্তির আগমণের জন্য হা-হুতাশ করছে; ইসলামের করুণ অবস্থা এবং মুসলমানদের দুঃখজনক অবস্থা এ কথারই ইঙ্গিত বহণ করছে যে, প্রতিশ্রুত সংস্কারক মসীহ ও মাহদীর আগমন অত্যাবশ্যক এবং বিলম্বের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এক এক করে তাঁর আগমনের জন্য নির্ধারিত নিদর্শন গুলো পূর্ণ হয়েছে। এর পরও যদি বলা হয় যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এখনও আসেন নাই, তাহলে আমাদের প্রশ্ন হলো: তিনি কবে আসবেন? একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতার প্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী করেন তিনি হলেন কাদিয়ান নিবাসী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তিনি তাঁর নির্মল ব্যক্তি-চরিত্র দ্বারা তাঁর দাবীর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছেন—তাঁর পূত পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে এক সাথে সমভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

হযরত মীর্যা সাহেব শক্তিশালী যুক্তির সাহায্যে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে বিজয়ী করেন। তিনি মুসলমানদের সত্যিকার বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিগত শতাব্দী গুলোতে ইসলামী বিশ্বাস তথা আকায়েদের মধ্যে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি এবং বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো দুর করেন।

হযরত মীর্যা সাহেব সারা জীবনব্যাপী তেমনিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সাহায্য এবং সমর্থনের প্রেমময় হস্তের পরশ লাভ করেছেন যেভাবে আবহমান কাল হতে নবী-রসুলগণ লাভ করে থাকেন। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফজলে তাঁর বিরুদ্ধবাদী শত্রুদের মোকাবেলায়

বিজয়ের পর বিজয় লাভ করেছেন। তাঁর শত্রুরা পরাভূত হয়েছে, চরম অপমান এবং শোচনীয় মৃত্যুবরণ করেছে।

হযরত মীর্যা সাহেবের সাহায্যার্থে ফেরেস্তাগণ আবির্ভূত হয়ে তাঁর জন্য কাজ করেছেন এবং আসমান ও যমীন তাঁর সমর্থনে আবর্তিত-বিবর্তিত হয়েছে।

হযরত মীর্যা সাহেব সকলকে তাঁর সত্যতা পরীক্ষার্থে আহ্বান জানিয়েছেন—তৎকালীন (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) যাঁরা সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত এবং জ্ঞানী-গুণী ছিলেন তাঁদের সবাইকে তিনি তাঁর মোজেযাপূর্ণ জ্ঞান-শক্তির দাবীর পরীক্ষার্থে উদাত্ত আহ্বান জানান কিন্তু কেহই তাঁকে পরীক্ষা করতে সাহস পান নাই। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা সম্বলিত তাঁর মোজেযাপূর্ণ আরবী লেখাগুলোর সমকক্ষতা কেহই অর্জন করতে পারে নাই। আর এমনটা না হওয়ারই বা কি কারণ থাকতে পারে? আল্লাহ্-তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: ইন্নাহু কুরআনুন করীমুন ফি কিতাবিম-মকনুন ০ লা ইয়ামাস্-সাহু ইল্লালমুতাহ্‌হারুন ০"

অর্থঃ—নিশ্চই ইহা পবিত্র কুরআন যা সুরক্ষিত পুস্তকাকারে বিদ্যমান। এই পবিত্র কেতাবের সংস্পর্শে পবিত্র চেতা ব্যক্তিরা ছাড়া কেহই আসতে পরে না (অর্থাৎ ইহার সঠিক অর্থ সম্বন্ধে একমাত্র পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিরাই অবহিত হতে সক্ষম)।" (সুরা আল-ওয়াকিয়াহ: ৭৮-৮০)

হযরত মীর্যা সাহেবকে অনেকগুলো বিষয়ে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালা। ফলতঃ তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে যে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে কতকগুলো ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে এবং অন্যগুলো যথা সময়ে পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐগুলোর পূর্ণতা একদিকে হযরত মীর্যা সাহেবের সত্যতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহণ করছে, অন্যদিকে এগুলো আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা এবং মহাশক্তি সম্বন্ধেও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মীর্যা সাহেব সারা জীবনব্যাপী আল্লাহ্ এবং তাঁর পবিত্র রসুল খাতামান্নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। এরূপ উচ্চ শ্রেণীর খোদা-ভক্ত এবং অনুরক্ত ব্যক্তিদের জন্মই হয় আল্লাহ্‌তায়ালার 'ফজল' ও অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে। ফলতঃ বিশ্ববাসী পরমভাবে উপকৃত হয়।

হযরত মীর্যা সাহেব এমন একটি জামাতের সৃষ্টি করেছেন যে জামাত তাঁর পরে সুসংবদ্ধ ভাবে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে এবং বর্তমান কালে ইসলামের পুনঃ জাগরণ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্পবদ্ধ।

যে সকল মুসলমান ভাইয়ের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি এবং নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা আছে এবং যারা নিজেদের ব্যক্তি-স্বার্থের বা সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলামের স্বার্থে যে কোন কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত তাঁরা সমাগত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। বিশেষতঃ যখন সেই সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে তখন এরূপ ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি সাড়া না দিয়ে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না।

গভীরভাবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, বর্তমান কালে ইসলামের অবস্থা আমাদের মনে কতই না করুণার উদ্রেক করে! কে এমন আছে যে চায় না যে ইসলাম ধরাপৃষ্ঠে পুনঃর্জীবিত হোক এবং পূণরায় উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকুক?! ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির কথা অনেকেই বলেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা ওষ্ঠ-সর্বস্বই থেকে যায়। অনেকে ইসলামের রাজনৈতিক অগ্রগতির কথাই বেশী করে অনুভব করে থাকেন। রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের অর্থ শুধু রাজনৈতিক ক্রিয়া-কাণ্ড নয়। বস্তুতঃ ইসলামের উন্নতি এবং অগ্রগতি হলো অন্য জিনিস—শুধু রাজনৈতিক অগ্রগতি নয়। কিন্তু কতজন আছে এই কথা ভাল করে অনুধাবন করে? অনেকে মনে করে যে ইসলাম তখনই উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পরিচালিত হতে পারে যখন আমরা পার্থিব সম্পদ ও শক্তিতে উন্নতি ও অগ্রগতিলাভ করবো। একথার সেই অর্থ হবে যা ইসলামের শত্রুগণ ইসলাম সম্বন্ধে অপ-প্রচার করে থাকে। এই অপ-প্রচার হলো এই যে, ইসলাম অস্ত্র-শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আজো এর পুনঃর্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেই অস্ত্র-শক্তিরই প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনের জন্য এবং চিরতরে অবলুপ্তির জন্য এক মহা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা এই উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন একনিষ্ঠ অনুসারীকে প্রেরণ করেছেন যিনি পূণরায় বাস্তব ক্ষেত্রে একথা প্রমাণ করছেন যে ইসলাম পৃথিবীব্যাপী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রসার লাভ করবে কোন অস্ত্রের বলে নয়, হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে নয়, এবং রাজনৈতিক চাপ-সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমের ও নয় (যা আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্তমানে মুসলমানদের ক্ষমতাভুক্ত নয়)—বরং ইসলাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে, ব্যক্তি-চরিত্রের উৎকর্ষতার মাধ্যমে এবং অনাবিল অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে। এর ফলশ্রুতিতেই ইসলামের বিকৃত ভাবমূর্তির স্থলে সত্যিকার চিত্র উদ্ভাসিত হবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা চান যে, হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর প্রতি যারা শত্রুতা করছে তারাও তাঁর উম্মত এবং তাঁরই খাদেমে পরিণত হোক। এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হলে একটাই সম্ভাব্য পথ খোলা রয়েছে এবং সেই পথ হলো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হয়ে যেভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই পথ ও পন্থা থেকে দূরে সরে চলে যাওয়ার অর্থ ইসলামের প্রতিশ্রুত অগ্রগতির পথে বাঁধা সৃষ্টি করা, যার ফলে ইসলামের শত্রুদের হাতই দৃঢ়তর হবে। এ কারণেই পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: "কাইফা তাহ্‌লেকু উম্মতি আনা ফি আওয়ালেহা ওয়াল মসীহ ফি আখেরেহা।"

অর্থঃ—"আমার উম্মতের জন্য ভয়ের কোন কারণ নাই; কেননা এই উম্মতের প্রথম ভাগে আমি রয়েছি এবং শেষভাগে মসীহ রয়েছে।" (ইবনে মাজা) [ক্রমশঃ]

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ

সংবাদ :

একটি সম্বর্ধনা সভা এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ভাষণ

"জগতে ইসলামের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইসলামী ফেরকা গুলির মধ্যে ঐক্য ও সদভাব থাকা জরুরী"

আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস মূলক মতভেদ থাকা সত্বেও কোন ফেরকারই উচিত নয় অন্য কোনও ফেরকাকে কাফের বলা।

যাহারা হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু:)-এর প্রতি মহব্বত রাখে, তাহাদের প্রতি আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত রাখি।

রাবওয়া—২৬শে মার্চ ১৯৮১ইং—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইসলামের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র ইসলামী দল ও ফেরকা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ইত্তেহাদ ও ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এই প্রসঙ্গে বলেন যে, যদি প্রতিটি ফেরকা বা দল ভিন্ন আকায়েদ বা ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস রাখা সত্বেও কোন ফেরকাকেই কাফের না বলে, তাহা হইলে এতদ্বারা ঐক্য ও সংহতির ভিত রচিত হইতে পারে।

হুজুর (আইঃ) আজ সন্ধ্যায় এখানে 'ইওয়ানে মাহমুদে' পাঞ্জাবের জামাত সমূহের জিলা আমীর সাহেবানের পক্ষ হইতে আয়োজিত সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে ভাষণ দান কালে উক্ত কথা গুলি বলেন। এই অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানটি হুজুর (আইঃ)-এর সম্মানে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহার চার মাস পূর্বে তিন মহাদেশ ব্যাপী সাফল্যপূর্ণ সফর হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে। উহাতে পাঞ্জাবের প্রতিটি জিলা হইতেই আহমদী মুসলমান প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতারা যোগদান করেন। সর্বমোট প্রায় চারশত যোগদানকারীদের মধ্যে দুইশত জন ছিলেন আহমদী ব্যতীত অন্যান্য ফেরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—যেমন, জিলা আদালত সমূহের জজ, এডভোকেট, ম্যাজিস্ট্রেট এবং উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক।

হযরত মীর্যা নাসের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সম্মানে পাঞ্জাব জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মীর্যা আবদুল হক সাহেবের পক্ষ হইতে প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে ভাষণ দিতে গিয়া হুজুর বিভিন্ন মুসলিম ফেরকা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর জোর দেন এবং বলেন যে, আমরা সেই সকল লোককে সব চেয়ে বেশী ভালবাসি যাহারা আমাদের হাবীব ও প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ভালবাসেন—যিনি সমগ্র বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত ও করুণা স্বরূপ আসিয়াছিলেন এবং যাঁহার কল্যাণময় উসওয়া ও আদর্শ অনুসারে চলিয়া আমাদিগকে জগতের প্রতিটি মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ হইতে হইবে। হুজুর (আইঃ) বলেন, মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় এই হইতে পারে যে একটি তত্বের উপরে যেন আমরা সকলে মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হই। আর সেই তত্বটির সন্ধান আমরা কুরআন শরীফ হইতেই লাভ করিতে পারি।

হুজুর বলেন, কুরআন করীম বলিতেছে যে, বাহ্যিকভাবে (মৌখিক স্বীকৃতির দ্বারা) ঈমানের দাবীদার এমন কতক গ্রামীণ আরব (বদ্দু) রহিয়াছে, যাহাদের অন্তরে ঈমান প্রবিষ্ট হয় নাই কিন্তু তাহারা নিজেকে মুমেন বলিয়া মনে করে। কুরআন করীম ইহা সত্বেও যে ঈমান তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই তথাপি তাহাদিগকে মুসলমান বলিয়াই আখ্যা দান করে এবং তাহাদিগকে বলে যে, তোমরা নিজদিগকে মুমেন বলিও না বরং মুসলমান বল। (সুরা হুজরাত ২য় রুকু)। হুজুর এই তত্বটির উপর আলো আলোকপাত করিয়া বলেন যে, আমি কুরআন করীমের উপর গভীর চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করিয়া ইহাই দেখিতে পাইয়াছি যে, আল্লাহ্তায়ালা এই ক্ষেত্রে একট বুনিয়াদী ও মৌলিক নির্দেশ মানব মণ্ডলীকে সাধারণভাবে এবং মুসলমানদিগকে বিশেষভাবে দান করিয়াছেন, এবং সেই নির্দেশটি হইল এই যে কুরআন করীম বলে, আমি তোমাদিগকে ঝগড়া বিবাদ করিতে দিব না।

হুজুর বলেন, উক্ত নির্দেশের আলোকে আমাদের উচিত আমরা যেন প্রীতি ও ভালবাসার সহিত শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতে জীবন-যাপনকারী হই। হুজুর দোওয়া করেন খোদা-তায়ালা যেন আমাদিগকে তদনুযায়ী কাজ করিবার তওফিক ও সামর্থ দান করেন। আমীন

উল্লেখযোগ্য যে, হুজুরের ভাষণের পূর্বে তাঁহার সম্মানে পেশকৃত মানপত্রে বলা হয় যে, হুজুরের কতকগুলি জরুরী জামায়াতী কর্মব্যস্ততার দরুণ এই অনুষ্ঠানটি দেরীতে হইয়াছে। আরও বলা হয় যে, হুজুর (আইঃ)-এর এবারের বিদেশ সফর ছিল ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা ব্যাপী তাঁহার সপ্তম ও দীর্ঘতম সফর এবং আল্লাহ্তায়ালার ফজলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও সুপ্রসারিত। হুজুর অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সামনে ইসলামের সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ চেহারা তুলিয়া ধরেন; দেড় ডজন খানেক সংবাদিক সম্মেলনে তিনি ভাষণ দেন এবং বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন; দুই ডজন আহমদীয়া মুসলিম মিশন পরিদর্শন করেন; বহু অভ্যর্থনা ও অন্যান্য উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা-সম্মেলনে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন; টি-ভি ও রেডিও ইন্টারভিউ প্রদান করেন। ঘানা ও নাইজেরিয়ায় যে সকল নূতন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন বা উদ্বোধন করেন সেগুলির সংখ্যাও এক ডজনের উপরে। এছাড়া আধা ডজন হাসপাতাল এবং কয়েকটি স্কুলও পরিদর্শন করেন। এই সফরের শেষ পর্ব ছিল স্পেনে ইসলামের পুনরুত্থান-যুগের প্রথম মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন, যাহার নির্মাণ-কার্য এখন আল্লাহ্র ফজলে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। মানপত্রের শেষাংশে মোহতারম আমীর সাহেব (পাঞ্জাব জামাত আহমদীয়া) বলেন, আমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট আশা ও আস্থা রাখি যে, তিনি ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুত সময় ত্বরান্বিত করিবেন এবং পরিশেষে সমগ্র জগত ইসলামের পতাকাধীনে আসিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর গোলামীর আওতাভুক্ত হইবে।

('আল-ফজল' ২রা এপ্রিল ৮১ইং হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলা ও আহমদী জামাতের অভূতপূর্ব ত্রাণ কার্য

কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পরিচালনাধীন এক হাজার আহমদী স্বেচ্ছাসেবী ও সোয়া দুইশত রাজমিস্ত্রীর গঠনমূলক কীর্তি

পাকিস্তানের জিলা শেখুপুরা ও গোজরানওয়ালার দুইটি অঞ্চলে ৭ই মার্চ ৮১ইং তারিখে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের নজিরবিহীন এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সহস্র সহস্র ঘর-বাড়ী নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া যায় এবং শত শত মানুষ নিহত ও আহত হয়। এই সর্বগ্রাসী ঘূর্ণিঝড়টির মধ্যে ছিল অদ্ভুত ধরণের অগ্নিকুণ্ড এবং ভারী শিলাবৃষ্টি। ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে কিয়ামত সদৃশ তাণ্ডবলীলা চতুর্দিক ছড়াইয়া পড়ে, ফলে বহু মসজিদও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষ দিশাহারা হইয়া উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করিয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে।

উক্ত বিধ্বস্ত অঞ্চলে অবস্থিত দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রাম নারংমণ্ডি ও মদনিপুরে বসবাসরত আহ্‌মদীদেরও বেশ কয়েকটি ঘর-বাড়ী ও একটি মসজিদ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ রহমতেই তাহারা তাহাদের ঘড়বাড়ী ও মসজিদ সহ অলৌকিকভাবে অক্ষত থাকেন। তাহাদের মধ্যে মাত্র একজন আহমদীর গৃহের সামান্য ক্ষতি হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, জামাত আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে আহমদীয়া যুব সংঘ (মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া) উক্ত ঘূর্ণিঝড় কবলিত দুইটি গ্রামে ৭ই মার্চ হইতে পূর্ণোদ্যমে জনসেবা মূলক ত্রাণকার্য আরম্ভ করে। উক্ত ত্রাণকার্যে রাবওয়া সহ জিলা শেখুপুরা, লাহোর ও শিয়ালকোট হইতে ১৮টি মজলিসের ৯৫৩ জন খোদ্দাম এবং ২২২জন রাজমিস্ত্রী (মোট ১১৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবী) সপ্তাহ কালাধিক ক্রমাগত অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া যান। তাহারা ৫২টি বাড়ীর প্রাচীর তুলিয়াছেন, ১৫টি পাকা গৃহ ছাদ সহ নির্মাণ করেন এবং মোট ১৬৫০০ বর্গফুট গাঁথুনির কাজ সমাধা করেন। এসকল গৃহের মধ্যে মাত্র একটি ছিল একজন আহমদীর। উক্ত নির্মাণ কাজ ব্যতীত, ২৬০ অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসাগত সাহায্যও প্রদান করা হয়। উল্লিখিত স্বেচ্ছা-সেবীগণের খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার বহণ করেন স্থানীয় জামাতের আহমদীরা জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল-জাযা।

(আল-ফজল ১৯শে মার্চ ৮১ হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত

রাবওয়া, ৩রা ৪থা ও ৫ই এপ্রিল ১৯৮১ইং তারিখে জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্রী বার্ষিক মজলিশে শুরা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে সদর আঞ্জুমান, তাহরীকে জদীদ এবং ওকফে-জদীদ—আহমদীয়া জামাতের এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রায় ৮কোটি টাকার বাজেট পর্যালোচিত ও অনুমদিত হয়। উক্ত বাজেটে পৃথিবীর প্রায় ৬০টি দেশে ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র, মসজিদ, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা, কুরআন করীমের বিভিন্ন ভাষায় তরজমা ও তফসীর এবং শক্তিশালী ইসলামী লিটারেচার প্রকাশ ইত্যাদি খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, যাহা ইসলামের প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে আহমদীয়া জামাতের অসাধারণ আর্থিক কুরবানী ও ঐশী সাহায্য পুষ্ট কার্যক্রমের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহণ করে। উক্ত মজলিসে শুরায় প্রদত্ত হুজুর আনোয়ারের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ এবং বিস্তারিত বিবরণ 'আহমদীতে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ইনশাল্লাহ্‌।

সংকলন : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor